ইবিতে ছাত্রী নির্যাতন

ছাত্রলীগের পাঁচজনের আবাসিকতা বাতিল

ইবি প্রতিনিধি
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০০ এএম | আপডেট:
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
০২:০১ এএম

advertisement

ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগ ‘সত্য প্রমাণ’ হওয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) পাঁচ শিক্ষার্থীর আবাসিকতা বাতিল করা হয়েছে। এদের মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ^বিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেত্রী সানজিদা চৌধুরী অন্তরাও রয়েছেন। গতকাল সোমবার দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের প্রাধ্যক্ষ (প্রভোস্ট) ড. শামসুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আবাসিকতা বাতিল হওয়া বাকি চার শিক্ষার্থী হলেন- ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তাবাসসুম ইসলাম ও মুয়াবিয়া জাহান, আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মীম এবং চারুকলা বিভাগের হালিমা খাতুন ঊর্মি। আগামীকাল বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে হল ছাড়তে হবে তাদের। অভিযুক্ত পাঁচজনই ছাত্রলীগের রাজনীতি করেন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে এক ছাত্রীকে রাতভর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, নির্যাতনের সময় ওই ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ভিডিওধারণও করা হয়। কাউকে জানালে হত্যার হুমকিও দেয়। এ ঘটনায় হল প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং উচ্চ আদালতের

নির্দেশে জেলা প্রশাসন আলাদা তিনটি কমিটি গঠন করে। একটি কমিটি করা হয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও। এর মধ্যে জেলা প্রশাসন ছাড়া বাকি তিন তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

হলের তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয় গত রবিবার রাতে। এরপর প্রতিবেদন নিয়ে গতকাল সকালে পর্যালোচনা সভায় বসে হল কর্তৃপক্ষ। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রাধ্যক্ষ ড. শামসুল আলম। সভায় হলের আবাসিক শিক্ষক ড. মো. আহসানুল হক, ড. মো. নূরুল ইসলাম, ইসরাত জাহান, আসমা সাদিয়া রুনা ও মৌমিতা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

প্রাধ্যক্ষ ড. শামসুল আলম বলেন, 'ভুক্তভোগীর অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তাই আমরা তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অভিযুক্তদের স্থায়ীভাবে হলের আবাসিকতা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' পাঁচ শিক্ষার্থীর হলের সংযুক্তি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এর আগে রবিবার রাতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় বিশ^বিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি। এ কমিটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সদস্য আমাদের সময়কে বলেন, 'আমরা ভুক্তভোগী ও অভিযুক্তসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেছি। এতে আমরা নির্যাতনের মোটামুটি সত্যতা পেয়েছি। তবে আমরা কোনো সুপারিশ করিনি। এখন কেন্দ্রীয় কমিটি আলাপ-আলোচনা করে ব্যবস্থা নেবে।'

এদিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আমাদের সময়কে বলেন, 'এখন পর্যন্ত সব তদন্ত কমিটি ও তাদের প্রতিবেদনের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে। তবে প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টের বিষয় বলা যাচ্ছে না। আমার ওপর যে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, এটা যেন বাংলাদেশের আর কোথাও না ঘটে- সেটাই আমার প্রত্যাশা। এ ঘটনার ন্যায়বিচার হোক, এটাই আমার চাওয়া। আমি আর দশটা মেয়ের মতো ক্লাস-পরীক্ষায় বসতে চাই। আমি ক্যাম্পাসে ফিরতে চাই।'

ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিল

ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে মশাল মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ। গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ইমানুল সোহান ও সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান সুইট নেতৃত্ব দেন।

তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদক (ঢাকা) জানান, ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত করেছে, তার প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে প্রতিবেদনটি জমা দেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মনিরুজ্জামান মিল্টন।

চলতি সপ্তাহে প্রতিবেদনটি শুনানির জন্য বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায়।

এর আগে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। রিটে জড়িতদের হাইকোর্টে তলব করার নির্দেশনাও চাওয়া হয়।

জনস্বার্থে রিট আবেদনটি করেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী গাজী মো. মহসীন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব, ইবি উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও প্রক্টরসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়। পরে রিটটির শুনানি নিয়ে ওই ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন সহকারী শিক্ষকের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি করতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিন দিনের মধ্যে কমিটি গঠন করে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। একই সঙ্গে এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশাসনের করা কমিটির রিপোর্টও ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেন আদালত।
নির্যাতনে জড়িত দুই শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসের বাইরে রাখার নির্দেশও দেন আদালত। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হয় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর। এ ছাড়া রুল জারি করেন আদালত। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এসব আদেশ দেন।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত। শুনানিকালে আদালত বলেন, ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক।’
ইবির ওই ছাত্রীকে নির্যাতন করে ভিডিওধারণের ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হাইকোর্টের নজরে আনেন আইনজীবী গাজী মো. মহসীন ও আইনজীবী আজগর হোসেন তুহিন। তখন আদালত আইনজীবীদের লিখিত আবেদন নিয়ে আসতে বলেন। এরই ধারাবাহিকতায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়।